সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মোর এল ওড়াকান্দী।
নমঃশূদ্র কূলে অবতীর্ণ গুণনিধি।।
যশোবন্তরূপে জীবে ভক্তি শিখাইল।
জয় হরিচাঁদ জয় সবে মিলে বল।।
গৌরাঙ্গ স্বয়ং বলি মীমাংসা হইল।
রসিকের সভা জয় তারক রচিল।।

নিঃস্বার্থ অর্থদান

চাকুরী করিয়া ত্যাগ রসিক আসিল।
হরিচাঁদ চিন্তা করি গৃহেতে রহিল।।
তিলছড়া গ্রামে তার সম্পত্তি যাছিল।।
মালেকের রাজকর বাকী পড়ে গেল।।
বিষয় বিক্রয় হয়, না রহে সম্পত্তি।
জমিদার সঙ্গে নাহি হইল নিষ্পত্তি।।
মালেকের টাকা বাড়ী সাড়ে সাত শত।
তার মধ্যে অভাব হইল দুইশত।।
সপ্তাহ মধ্যেতে অই টাকা হ'বে দিতে।
দুইশত টাকা না পারিল মিলাইতে।।
রসিক বিপদাপন্ন তুচ্ছ অর্থদায়।
প্রভু হরিচাঁদ তাহা জানিল হৃদয়।।
গোলোকে বলেন প্রভু হ'য়ে অবসন্ন।
'রসিক বিপদাপন্ন তুচ্ছ অর্থ জন্য।।
গুরুচরণকে বল এ কথা আমার।
টাকা দিয়া দায়মুক্ত করহ তাহার।।
পাগল বলিল বড় কর্ত্তার নিকটে।
'রসিকের টাকা দিয়া বাঁচাও সঙ্কটে।।
গুরুচাঁদ চলিল দু'শত টাকা ল'য়ে।
গোলোক পাগল টাকা সঙ্গে নিল ব'য়ে।।
টাকা দিয়া এল সেই রসিকের ঠাঁই।
দেখিয়া আশ্চর্য্য কার্য্য বিস্মিত সবাই।।
রসিক বলেন 'মহাপ্রভু অন্তর্য্যামী।
তাঁর কৃপাবলে এ বিপদে মুক্ত আমি।।'
ক্ষণমাত্র করিলেন প্রেম আলাপন।
টাকা দিয়া গৃহেতে আসিল দুইজন।।
এই টাকা নেওয়া দেওয়া অর্থ বোঝাভার।
দিলেও না নিলেও না চাহিল না আর।।
গোলোক নাথের মন বুঝিল গোলোক।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত রচিল তারক।।

ভক্ত রাজকুমার আখ্যান

সাধুহাটি যুধিষ্ঠির বিশ্বাস হ'ল মত্ত।
পরিবারসহ হ'ল হরিচাঁদ ভক্ত।।
তাহার ভগিনী হয় আনন্দা নামিনী।
প্রভু বলে 'ভক্তা মধ্যে তারে আমি গণি।।'
নড়াইল গ্রামে ভক্ত শ্রীরামকুমার।
ভবানী নামিনী হয় ভগিনী তাহার।।
একদিন ঠাকুরকে আনিব বলিয়া।
ভাইবোনে পরামর্শ করিল বসিয়া।।
রাত্রি ভরি সে ভবানী বধূগণে ল'য়ে।
ভক্তিরসে নানা মিষ্ট তৈয়ার করিয়ে।।
ব্রহ্ম মুহূর্ত্তের কালে যাত্রা করিলেন।
রামকুমার তরী বাহিয়া চলিলেন।।
দু'দণ্ড আড়াই দণ্ড পথ পরিমাণ।
দণ্ডেকের মধ্যেতে তথায় চলি যান।।
ঘোর ঘোর ভোর কালে কেহ না গা'তুলে।
হেনকালে ওড়াকান্দী গিয়া পহুঁছিলে।।
ছড়া ঝাটি জল আনা গৃহাদি মার্জ্জন।
রান্নাঘর পরিষ্কার প্রাঙ্গণ লেপন।।
গাত্রোত্থান করিয়া উঠিলা ঠাকুরাণী।
হেনকালে গলে বস্ত্র দাঁড়া'ল ভবানী।।